শিশু সংখ্যা

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

আলাপ

বর্ষ ২৭ | সংখ্যা ৪ | এপ্রিল ২০১৮

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৭। সংখ্যা ৪
এপ্রিল ২০১৮

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
শাহনেওয়াজ খান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: সাহিদুল ইসলাম
ছালেহা আক্তার

গ্রন্থনা ও সংকলন
লুৎফুন নাহার তিথি

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

বৈশাখ মাসের প্রথম দিন বাংলা নববর্ষ। নববর্ষ মানে নতুন বছরের শুরু। বাংলায় বছর গণনা শুরু করেন সম্রাট আকবর। বৈশাখ মাসে ঘরে ঘরে নতুন ফসল ওঠে। খাজনা মেটাতে সুবিধা হবে কৃষকদের। এটা ভেবেই এই সময়টাকে বেছে নেন সম্রাট আকবর। সেই থেকে বাংলা নববর্ষের শুরু। বাঙালিদের কাছে এই দিনটি বিশেষ একটা দিন। সকল ধর্মের মানুষ নানা আয়োজনে দিনটি পালন করে। এই দিনকে ঘিরে ব্যবসায়ীরা হাতখাতা অনুষ্ঠান করে। মানুষজনকে মিষ্টিমুখ করায়। গ্রামে গঞ্জে মেলা বসে। যার মধ্যে ফুটে ওঠে বাংলার মানুষের জীবনের কথা। তাই নববর্ষে এখন বাঙালিদের প্রাণের মেলা বসে। বাংলাদেশের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হয় নববর্ষ। তবে সব দেশে এক সময়ে নববর্ষ পালিত হয়, তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে তার। উৎসবও হয় বিভিন্ন রকমের।

এ সংখ্যায় কয়েকটি দেশের নববর্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আছে এ সংখ্যায় উপকরণ উন্নয়নবীদ চাঁদ সুলতানা সম্পর্কে একটি লেখা। এছাড়া রয়েছে ঈশপের একটি গল্প। বৈশাখী অন্যান্য লেখার পাশাপাশি আছে অরিগ্যামি স্টার তৈরির নিয়ম। আছে অংকের একটা ম্যাজিক আর তোমাদেও লেখা ছড়া, কবিতা ও আঁকা ছবি। আশা করি এবারের সংখ্যাটিও তোমাদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

- দেশ বিদেশের নববর্ষ ১-২
- অহংকারের পরিণতি ৩-৪
- চাঁদ সুলতানা ৫-৬
- বৈশাখী ধাঁধা ৭
- হালখাতা ৮
- তৈরি করি অরিগ্যামি স্টার ৯-১০
- তোমাদের লেখা ১১-১২
- অংকের ম্যাজিক ১৩

দেশ বিদেশের নববর্ষ

মূল রচনা

নববর্ষ মানেই নতুন বছর। জানা যায়, আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে এই উৎসবগুলোর মধ্যে এটি একটি। শুরুটা ইরানে হলেও এখন বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩০ কোটি

উৎসবের শুরু। ধারণা করা হয়, এই উৎসব শুরু হয়েছিল ইরাকের 'ব্যাবিলন' নামের শহরে। বসন্তকালে চাষাবাদের সময়কে কেন্দ্র করে এই নিয়ম গড়ে উঠেছিল। বাংলায় বছর গণনা শুরু করেন মোঘল সম্রাট আকবর। ফসল তোলা ও জমির খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য তিনি চালু করেন বাংলা সন। বাংলাদেশে বর্ষবরণ হয় সংগীতের সুরে সুরে, মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে। এই দিন সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষ নানা আয়োজনে দিনটি পালন করে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে নববর্ষ পালন করে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন বছর বরণ করে নেয়। আমরা এখন কয়েকটি দেশের নববর্ষ সম্পর্কে জানব।

■ পারস্যে বা ইরানের নববর্ষ উৎসব হলো নওরোজ। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো মানুষ এই উৎসব উদযাপন করেন। ২০ বা ২১ মার্চ, রাত আর দিন যখন সমান হয়, তখন নওরোজ উদ্‌যাপিত হয়। নওরোজের মানে নতুন ঘাস, প্রকৃতিতে নতুন পাতার জন্ম। এইদিন পরিবারের বড়দের সঙ্গে মিলিত হয় ছোটরা। তারা বড়দের কাছ থেকে উপহার পায় এবং সবাই মিষ্টিমুখ করে। এই উৎসব ১২ দিন পর্যন্ত চলে।

■ থাইল্যান্ডে বর্ষবরণের নাম 'সংক্রান' পালিত হয় ১৩ এপ্রিল। পানি ছিটিয়ে একে-অপরকে ভিজিয়ে দেয়া এই উৎসবের একটি অংশ। নববর্ষের সঙ্গে চলে 'মহাথিঙ্গন' উৎসব। চলে জলক্রীড়া। পানিতে একে অপরকে ভিজিয়ে উৎসব চলে।

■ চীনারা এইদিন তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে। ঘুড়ি উৎসবে মেতে ওঠে ছোটরা। এ ছাড়াও চলে গান-বাজনা ও নাচ। প্রতি বছর চীনের নববর্ষে থাকে বিশেষ থিম। কোনো বছর থাকে সাপ। কোনো বছর ড্রাগন।

■ আসামের নববর্ষ উৎসবের নাম 'রাঙ্গলি বিহু'। ১৪ কিংবা ১৫ এপ্রিল এটি উদ্‌যাপিত হয়। রাঙ্গলি বিহুর একটি অংশ 'গরু বিহু'। গরু কৃষকের জীবিকা বা আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এই সময় গরুকে গোসল করিয়ে তার পূজা করা হয়। এছাড়া এ সময় রঙের খেলা আর নাচ-গানের আয়োজন হয়।

■ শিখ ধর্মের অনুসারীরা প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল তাদের নববর্ষ 'বৈশাখী' উদ্‌যাপন করে। এটি তাদের ফসল তোলার উৎসবও। এদিন সকালে ভক্তরা ফুল নিয়ে গুরু দুয়ারায় হাজির হন। সেখানে গান-বাজনার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

■ শ্রীলঙ্কানরা বছরের শুরুতে এক ধরনের বিশেষ হারবাল শরীরে মাখে। এরপর তারা গোসল করে পবিত্র হয়। এদিন তারা ভালো খাবার খায়। আনন্দে, নাচ-গানে মেতে ওঠে। শ্রীলঙ্কায় নববর্ষ উৎসবকে বলা হয় 'পুতান্ডু' বা 'পাথান্ড'। ভারতের তামিলরাও ওই দিন নববর্ষ পালন করে। তামিলরা এই দিন মন্দিরে মন্দিরে পঞ্জিকা পাঠ করে।

■ 'থিনজান' মিয়ানমারের নববর্ষ উৎসব। এপ্রিলের মাঝামাঝি এটি পালিত হয়। পানি নিয়ে খেলা এই উৎসবের একটি বড় অংশ। চার-পাঁচদিন ধরে চলা এই উৎসবে তরুণ-তরুণীরা নাচে-গানে মেতে উঠেন।

সূত্র: প্রথম আলো এবং মাল্টিমিডিয়া পেজ, *ছবি:* মাল্টিমিডিয়া পেজ এবং ইন্টারনেট

অহংকারের পরিণতি

ঈশপের গল্প

এক বনের কিনারে ছিল বিরাট একটি গাছ। তার শিকড় ছিল মাটির অনেক

গভীরে। ডালপালাও তেমনি চারপাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়েছিল। গাছটিতে অসংখ্য পাখি বাস করত। গাছটির ঘন পাতা মানুষকে ছায়া দিত। মানুষ ও পাখির কারণে গাছটির চারপাশের এলাকা মুখরিত থাকত। গাছটির এ নিয়ে ছিল খুব অহংকার।

একদিন এই বিরাট গাছের নিচে একটি চারা গাছ গজিয়ে ওঠে। এটি ছিল একটি হলদি গাছ। সে ছিল খুবই নরম ও নাজুক। সামান্য একটু বাতাসেই নুয়ে পড়ত।

কিছুদিন পর দু' প্রতিবেশী গাছ কথা বলছিল। হলদি গাছকে লক্ষ্য করে বড় গাছটি বলল, ওহে খুদে গাছ, তুমি তোমার শিকড়গুলো মাটির আরো গভীরে প্রবেশ করাও না কেন? আমার মতো কেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াও না?

হলদি গাছ একটু হেসে বলল, তার কোনো প্রয়োজন দেখি না। আমার তো ডালপালা তেমন নেই। তাই এভাবেই আমি নিরাপদ আছি।

বড় গাছ : নিরাপদ! তুমি কি মনে করো যে তুমি আমার চেয়ে নিরাপদ আছ? তুমি কি জান আমার শিকড় কত গভীরে প্রবেশ করেছে? আমার কান্ড কত মোটা ও শক্ত?

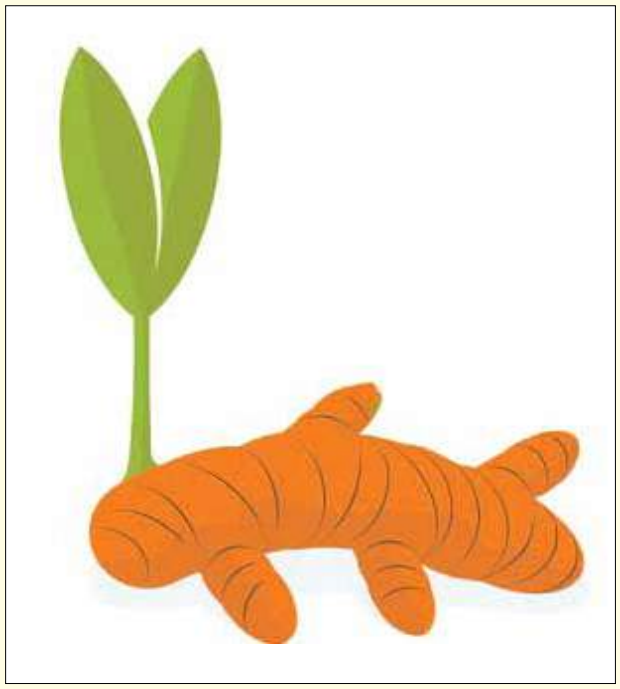

দু'জন লোক মিলেও আমার কান্ডের বেড় পাবে না। আমার শিকড় উপড়ে ফেলবে ও আমাকে ধরাশায়ী করবে, এমন কে আছে?

হলদি গাছ: ভাই আমার ক্ষমতাই তো এইটুকু। এর চেয়ে গভীরে শিকড় প্রবেশ করানো আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার ধরনটাই এমন। তাছাড়া কার ভাগ্যে কখন কী ঘটে তা কি কেউ বলতে পারে?

বড় গাছটি হলদি গাছের দিক থেকে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

একদিন সন্ধ্যায় ওই এলাকার ওপর দিয়ে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। ঘূর্ণিঝড়ে শিকড়সহ বড় গাছটি উপড়ে পড়ল। বনের অনেক গাছপালা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু হলদি গাছ নুয়ে পড়লেও ঠিকই বেঁচে রইল। বড় গাছটির অবস্থা দেখে সে খুব দুঃখ পেল। মনে মনে বলল, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। অহংকারও করতে নেই। অহংকারের পরিণতি এমনই হয়।

তোমরা এই গল্পটি পড়ে কি শিখলে তা আমাদের লিখে পাঠাও।
তোমাদের লেখা ছাপা হবে আলাপে।

সংগ্রহ এবং সহজিকরণ: লুৎফুন নাহার তিথি, *ছবি:* ইন্টারনেট

চাঁদ সুলতানা

সহজ কথা যায় না বলা সহজে। তেমনি কম লেখাপড়া জানা মানুষের জন্য লেখাও সহজ কাজ নয়। এই কাজটি সবাই করতে পারেন না। এমন কাজ করার জন্য চাই কাজের প্রতি ভালোবাসা আর দক্ষতা। এই কাজটিই করতেন 'চাঁদ সুলতানা'। তিনি ছিলেন একজন উন্নয়নকর্মী ও উপকরণ উন্নয়নবীদ। আমরা আজ তাঁর কথা জানব।

১৯৫৩ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় চাঁদ সুলতানার জন্ম। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন তিনি। ১৯৯২ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে কাজ শুরু করেন। তাঁর কাজ ছিল সহজ ভাষায় উপকরণ তৈরি করা। এসব উপকরণ ছিল নানা রকমের। যেমন- বুকলেট, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার, স্টিকার ইত্যাদি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপকারভোগীগণ এসব উপকরণ ব্যবহার করতেন। এছাড়াও দেশের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মসূচীতে ব্যবহার হতো তাঁর উপকরণ। অল্প সময়ের চাকরি জীবনে তিনি ৫০ এর বেশি উপকরণ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত আইন সিরিজের উপকরণ-বিবাহ, তালাক, যৌতুক জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, অধিকার, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, ক্যান্সারসহ নানা বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন। গ্রামের নিরক্ষর ও কম লেখাপড়া জানা মানুষ ছিল তাঁর পাঠক।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৯ সালের ২২ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪৬ বছর। তাঁর মৃত্যু সাক্ষরতা উপকরণের জগতে সৃষ্টি করে বিশাল শূণ্যতা। তিনি চলে গেলেও তিনি বেঁচে আছেন তাঁর লেখার মাঝে। অল্প আয়ুর এই নারী রেখে গেছেন এক অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। যে লেখা আজও মানুষের মুক্তির কথা বলে। আজও যা নারী পুরুষ বৈষম্য রোধের শক্তি হয়ে কাজ করছে। অন্যান্য নারীদের জন্যও

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল এক উদাহরণ। চাঁদ সুলতানার এসব অবদান ভোলেনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। তাঁর অবদানকে স্মরণ রাখতে প্রতিবছর ২২ এপ্রিল দেশের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। সমাজ পরিবর্তনে বা দেশের উন্নয়নে যারা অবদান রাখেন তারাই পান এ পুরস্কার। এ পর্যন্ত ৬টি প্রতিষ্ঠান ও ৯ জন ব্যক্তিত্ব এ পুরস্কার পেয়েছেন।

এ বছর যিনি পুরস্কার পেলেন, তিনি হলেন অধ্যাপক শফিউল আলম। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও প্রবন্ধিক। তিনি প্রায় পাঁচ দশক ধরে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও শিক্ষা গবেষণায় কাজ করে আসছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি এনসিটিবি'র উর্ধতন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য অনেক প্রাইমার ও সম্পুরক উপকরণ উন্নয়ন করেছেন। তিনি ১৯৯৭ সালের শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁকে পুরস্কার দেয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের একজন গুণী মানুষকে সম্মান জানানো হলো। আমরা তাঁর সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

সূত্র এবং ছবি: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বৈশাখী ধাঁধা

পাখা নাই তবু তার
আকাশেতে ওড়ে
তাকে ছাড়া খোকন সোনার
মন নাহি ভরে।

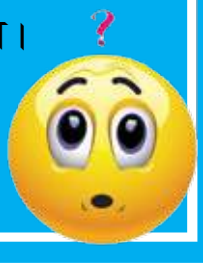

এমন এক দেশ আছে
শুনেছ নাকি ভাই?
খেয়ে ফেললে তাকে নাকি
কোনো সমস্যা নাই।

ছোট ছোট ফুলগুলো
থাকে ভরা খোলসে
তাপ পেলে ফোটে সে
কড়াইয়েতে নাচে।

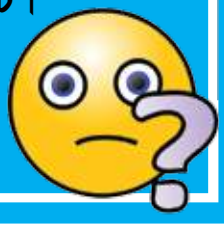

কাঁচ থেকে জন্ম তার
রিনিঝিনি বাজে
উৎসবে তার কদর বাড়ে
দেখবে নারীর সাজে।

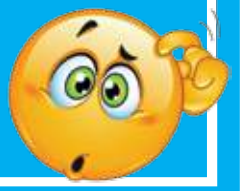

ধাঁধার ফলাফল লিখে নিজের নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দাও আলাপের ঠিকানায়। ঠিকানাসহ তোমাদের নাম ছাপা হবে আলাপে।

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর: সূর্য, হাঙ্গর, ঘড়ি, কলম

সংগ্রহ: লুৎফুন নাহার তিথি, *ছবি:* ইন্টারনেট

হালখাতা

পুরান বছরের সব হিসাব চুকিয়ে নতুন খাতা খোলার নামই হালখাতা। এটি হাজার বছরের বাংলার ঐতিহ্য। হালখাতা উপলক্ষে ব্যবসায়ীরা ফুল দিয়ে দোকান সাজায়। নানান রঙে দোকান সাজিয়ে বসে থাকে আমন্ত্রিত ক্রেতাদের আশায়। ক্রেতারাও হালখাতা উৎসব বেশ আনন্দের সাথে উপভোগ করেন। বকেয়া টাকা পরিশোধ করে তারা মিষ্টিমুখ করেন। আর সেই সাথে গ্রহণ করেন নানা উপহার। এক সময় হালখাতাকেই ঘিরে ছিল নববর্ষ উৎসব। আড়ত ও দোকানগুলো খুব জাঁকজমকের সাথে হালখাতা পালন করে। ব্যবসায়ীরা লাল মলাটের নতুন খাতা খুলতেন। সারা বছরের বকেয়া আদায় করে নতুন খাতায় হিসাব উঠাতেন। নতুনভাবে তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতেন। তবে এখন আর আগের মতো

তেমন হালখাতা উৎসব হয় না। পাল্টে যাচ্ছে উৎসব আয়োজনের ধরন।

তোমরা তোমাদের দেখা হালখাতা অনুষ্ঠানের কথা আমাদের লিখে পাঠাও। তোমাদের লেখা ছাপা হবে আলাপে

ছবি: ইন্টারনেট

তৈরি করি অরিগ্যামি স্টার

সৃজনশীল কাজ

'অরিগ্যামি'। শব্দটি খুব নতুন শোনাচ্ছে কি? কাগজ দিয়ে শৌখিন খেলনা বা সজ্জার সামগ্রী বানানোর বিদ্যাকেই বলে 'অরিগ্যামি'। 'অরিগ্যামি' শিল্পের উৎপত্তি হয়েছিল জাপানে। এটা জাপানি ঐতিহ্যেরই একটা অংশ। যদিও চীনারা কাগজ তৈরি

করেছিল বলে তারাও খানিকটা কৃতিত্ব দাবি করে। জাপানি ভাষায় 'অরি' শব্দের অর্থ ভাঁজ, আর 'ক্যামি' শব্দের অর্থ কাগজ। পরে শব্দটা বদলে 'গ্যামি' হয়ে গেছে। গবেষকেরা দেখেছেন, 'অরিগ্যামি' তৈরি করলে মন ভালো থাকে। মনোযোগ বাড়ে। তাহলে শুরু করা যাক এই রঙ্গিন 'অরিগ্যামি স্টার' তৈরি।

এই স্টারগুলো তৈরি করতে যা যা লাগবে:
রঙ্গিন কাগজ, কাঁচি এবং আঠা

১ম ধাপ: এই স্টার তৈরি করতে ৬ টি সমান মাপের বর্গাকৃতির কাগজ কেটে নাও।

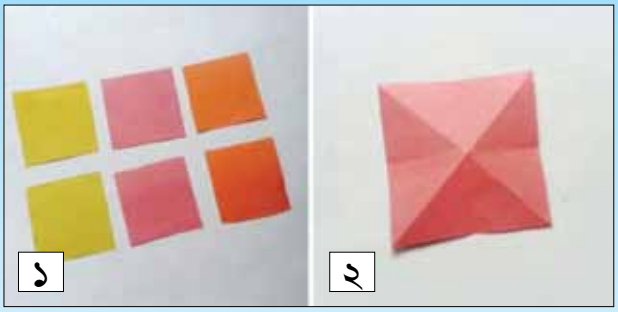

কাগজগুলো ভিন্ন ভিন্ন রঙের হলে ভালো হয়। এরপর যে কোনো একটি কাটা কাগজ নাও। প্রথমে কাগজটিকে কোনাকুনি ভাঁজ করো ছবির মতো। তারপর আবার ভাঁজ খুলে ফেলো। আবার ২ পাশ দিয়ে অর্ধেক ভাঁজ করে তারপর আবার ভাঁজ খুলে ফেলো।

২য় ধাপ: ভাঁজ করা কাগজটিকে উপরের ছবির মতো করে ২ পাশ থেকে চাপ দাও।

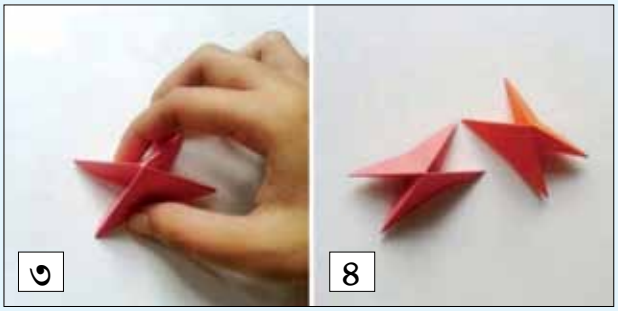

এখন কাগজটি ত্রিভুজ আকৃতির হবে। একই ভাবে ভিন্ন রঙের কাগজ দিয়ে কয়েকটি ত্রিভুজ তৈরি কর ।

৩য় ধাপ: ত্রিভুজ আকৃতির কাগজ ২ টি নাও। কাগজগুলোর খোলা অংশ দিয়ে

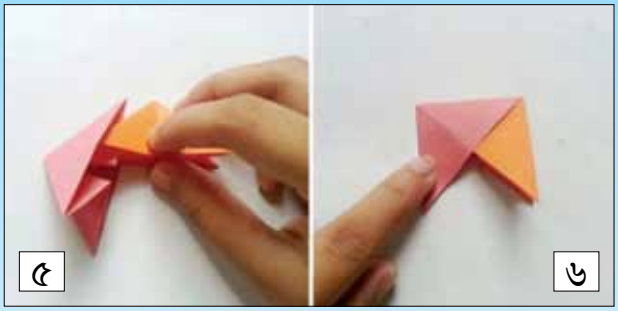

একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগাও।

৪র্থ ধাপ: জোড়া লাগানো কাগজগুলোর উপরের অংশ লক্ষ্য কর। ২ পাশ থেকে চাপ

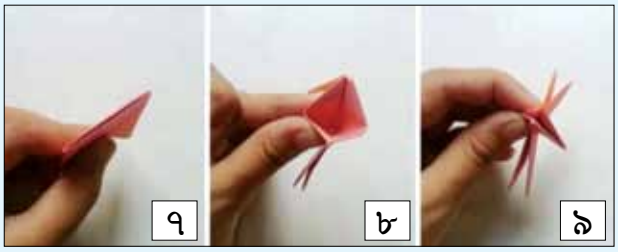

দিয়ে ঐ অংশ ভাঁজ করে নাও।

৫ম ধাপ: ১ম ও ২য় ধাপের সাহায্যে আরেকটি ত্রিভুজ আকৃতির কাগজ তৈরি করো। ৩য় ধাপে যেভাবে কাগজগুলোর

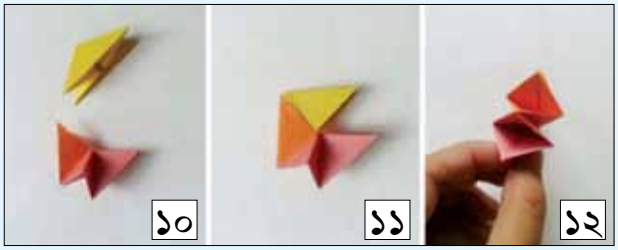

জোড়া লাগানো হয়েছিল ঠিক একইভাবে এই ত্রিভুজ আকৃতির কাগজটিও জোড়া লাগাও। জোড়া লাগানো কাগজগুলোর উপরের অংশের ২ পাশ থেকে চাপ দিয়ে ঐ অংশ ভাঁজ করো।

৬ষ্ঠ ধাপ: বাকি ৩টি কাগজ দিয়ে একটার পর একটা ত্রিভুজ আকৃতির কাগজ জোড়া

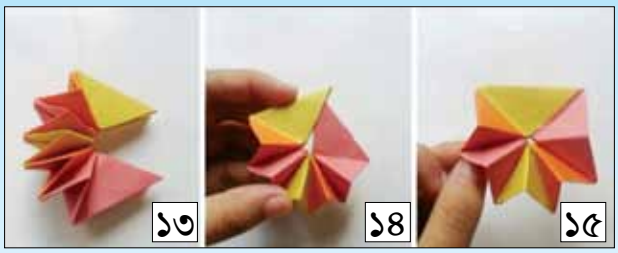

লাগাও। শেষ কাগজটির খোলা অংশ দিয়ে প্রথম কাগজটি ঢুকাতে হবে।

৭ম ধাপ: জোড়া লাগানো শেষে কাগজটির উপরের অংশের ২ পাশ থেকে চাপ দিয়ে

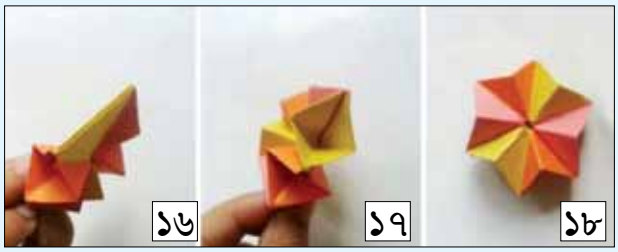

ঐ অংশ ভাঁজ করো। তৈরি হয়ে গেল রঙ্গিন অরিগ্যামি স্টার!

সূত্র এবং ছবি: 'সাজগোজ' ফেইসবুক পেজ

হুতুম পেঁচা

হুতুম পেঁচা থাকে
বাঁশ বাগানের ঝোপে।
হুতুম পেঁচা ডাকে যখন
আঁৎকে উঠে বুকটা তখন
হুতুম পেঁচা দেখতে গিয়ে
কেঁপে উঠি ভয়ে।
গাছের ডালে বসে
বড় বড় চোখে
এদিক সেদিক দেখে।

লিখেছে: তাহমিনা খাতুন, *পর্যায়:* স্বাধীন,
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল,
শ্যামনগর, খুলনা

খুকু মনির স্বপ্ন

খুকু মনি পড়তে বসে
পড়ছে মজার পড়া
কচি হাতে লিখছে খুকু
বর্ণ দিয়ে ছড়া।
ছবি নিয়ে ভাবছে কত
মজার মজার গল্প,
বইয়ের মাঝে পায় যে খুকু
জীবন গড়ার স্বপ্ন।
ডাক্তার হয়ে করবে সে যে
দুখী লোকের সেবা,
নয়ত হবে দেশ কারিগর
ঠেকায় তাকে কে বা।

লিখেছে: রোকেয়া আক্তার, *পর্যায়:* স্বাধীন,
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল,
নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ

তোমাদের লেখা

বৃষ্টি

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ভিজে হলাম সারা
বৃষ্টি পড়ে সকাল দুপুর
আমরা পাগলপারা।

পায়ে হেঁটে চলি মোরা
ছাতা মাথায় দিয়ে
ছোট বড় সকলে যাই
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।

লিখেছে: শান্তা বেগম
পর্যায়: স্বাধীন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল
দৌলতখান, বরিশাল

আমাদের দেশ

আমাদের এই দেশে ভাই
নানান ফল পাবে
সারা বছর জুড়ে ফল
তোমার সবাই খাবে।

এলো রে এলো গ্রীষ্মকাল
লিচু ও জাম খাবে
আরো আছে আম কাঁঠাল
অনেক মজা পাবে।

তরমুজ, লিচু, আর বাঙ্গি
তাল, আতা, জামরুল
খেয়ে নিয়ো তাও তুমি
করো নাকো ভুল।

লিখেছে: মো: তামিম
পর্যায়: স্বাধীন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল
দৌলতখান, বরিশাল

অংকের ম্যাজিক

আবারও অংকের ম্যাজিক..!!

আজ কিন্তু খাতা কলম লাগবে। যদিও ম্যাজিক হবে মনে মনে, আর মুখে মুখে। তবুও হিসাব করার জন্য আজ খাতা কলম দরকার। তাহলে ম্যাজিকটা শুরু করা যাক। এজন্য প্রথমে তোমরা খাতা কলম নিয়ে নাও। যে কোনো জোড় সংখ্যা খাতায় লিখে ফেলো। যেমন- ৬২। তুমি কত সংখ্যা নিলে তা কিন্তু আবার কাউকে বলো না । এমনকি আমাকেও বলবে না। এবার পাশাপাশি সংখ্যা দুইটি যোগ করো। যেমন-৬+২=৮। এরপর মূল সংখ্যা থেকে যোগফল বিয়োগ করো। যেমন- ৬২-৮=৫৪। এবার বিয়োগফল থেকে একটি সংখ্যা কেটে দাও। কাটা সংখ্যাটি শুধু আমায় বলো। ধরা যাক ৪ কেটেছিলে তুমি। আমি খাতা না দেখেই বলে দিব আরেকটা সংখ্যা কি আছে। এটাই তো ম্যাজিক..!!

এবার আমি এভাবে করি। আমি ৩ কেটেছি, এবার তুমি বলো তো কত আছে?

তোমরা কেউ ম্যাজিকটি পারলে আমাদেরও জানাও। ম্যাজিকের নিয়ম লিখে নিজের নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দাও আলাপের ঠিকানায়। ঠিকানাসহ নাম ছাপা হবে আলাপে। না পারলেও চিন্তা নেই। অপেক্ষা করো। পরের সংখ্যা আলাপেই জানিয়ে দেয়া হবে ম্যাজিকের নিয়ম। তখন আমার মতো তোমরাও ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করে দিবে তোমার বন্ধুদের।

ফলাফল লিখে নিজের নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দাও আলাপের ঠিকানায়। ঠিকানাসহ তোমাদের নাম ছাপা হবে আলাপে।

আগের সংখ্যার উত্তর

প্রথমটি : ৬, ৮, ২, ৪ এবং ১, অর্থাৎ ইংরেজিতে ৬, ৮, ২, ৪, ১।

দ্বিতিয়টি : '৩ চার ৮ নয়' এর দুইটা উত্তর হয়। ১২ এবং ২৪। তুমিই সিদ্ধান্ত নাও, বন্ধুদের কোন উত্তরটা বলবে।

ছবিটি এঁকেছে: ঐশী, পর্যায়: স্বাধীন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল, বরগুনা, বরিশাল

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission